Sem 4 general. ..... (Raya Bhattacharya)

নির্ভরশীলতা তত্ত্ব

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ উদঘাটনের প্রশ্নে 'নির্ভরশীলতা তত্ত্বের' আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে কাঠামোবাদী বিশ্লেষণ ব্যর্থ বলে প্রতিপন্ন হলে এবং কাঠামোবাদীদের প্রস্তাব অনুসারে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের নীতি অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে আরো নির্ভরশীল করে তুললে, এইরূপ অবস্থান তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের কারণ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন ছিল আরও বৈপ্লবিক তত্ত্বের। কাঠামোবাদী চিন্তাভাবনা অনুসারে আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের কৌশল অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে চিরায়ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। এর অন্যতম কারণ ছিল, এই অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমদানি বিকল্প শিল্পায়নের ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ এলিট গোষ্ঠীর সাথে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হলে দেশের অভ্যন্তরে আয়ের বৈষম্য ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্বাধীন শিল্পায়নের পথ বন্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও পরিচালনার মধ্য দিয়ে।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের আলোচনার মূল উপাদানগুলি হল -

ক) বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং গতিশীলতা ;

খ) উন্নত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাথে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ;

গ) নির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য।

যদিও নির্ভরশীলতা তত্ত্বের তাত্ত্বিকদের চিন্তাভাবনায় বিস্তর পার্থক্য আছে, তবুও তাঁরা প্রায় সকলেই উল্লিখিত তিনটি উপাদানকে তাঁদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় বলে মনে করেন।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য :-

নির্ভরশীল উন্নয়নের ধারণাটি 'নির্ভরশীলতা তত্ত্বের' একটি সাম্প্রতিক শাখা। এই শাখার প্রবক্তারা তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রাজিলের মতো দেশগুলির অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রগতির কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, নির্ভরশীলতার সম্পর্ক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটালেও এই প্রগতি প্রকৃত উন্নয়ন নয়। কারণ এইরূপ নির্ভরশীল উন্নয়ন জাতীয় স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে না। নির্ভরশীল উন্নয়নের প্রবক্তাদের অভিমত হল, এইরূপ উন্নয়ন অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতিতে কুপ্রভাব ফেলে। প্রবক্তারা নির্ভরশীল উন্নয়নের যে সমস্ত কুপ্রভাবের কথা বলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -.

ক) এই রাষ্ট্রগুলি মাত্রাধিক পরিমাণে কাঁচামাল রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু কাঁচামাল রপ্তানি সঙ্গে দ্রব্যমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক রয়েছে, তাই আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির প্রায় অস্থির হয়ে পড়ে।

খ) নির্ভরশীল উন্নয়নের ফলে জাতীয় আয়ের অসম বন্টন লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে এলিট শ্রেণী এবং সাধারণ জনগণের চাহিদার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য ক্রমেই বাড়ে।

গ) নির্ভরশীল উন্নয়নের ফলে বিদেশি বাণিজ্য সংগঠনগুলি মূল শিল্পক্ষেত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ধীরে ধীরে দেশীয় শিল্পগুলির বিনাশ ঘটে।

ঘ) আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজন রাষ্ট্রগুলিকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করে - উচ্চ প্রযুক্তিযুক্ত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র এবং নিম্ন প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রান্তিক রাষ্ট্র।

নির্ভরশীলতা তাত্ত্বিকরা অনুন্নয়নের সমস্যার সমাধান সূত্র হিসেবে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রবাদের সাথে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সম্পর্ক ছেদের ওপর জোর দেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই একমাত্র স্বাধীন জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন।

নির্ভরশীলতা তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেন A G Frank । ফ্রান্ক উদারনৈতিক মতবাদকে চ্যালেঞ্জ করে ল্যাটিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার তত্ত্ব গঠন করেছিলেন। ফ্রাঙ্কের চিন্তাভাবনায় যে ধরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল -

১) কিউবার বিপ্লবের প্রভাব।

২) ECLA তত্ত্ব

৩) ব্যারনের চিন্তাভাবনার প্রভাব।

কিউবার বিপ্লবের সময় কোন কোন কমিউনিস্ট নেতৃবর্গ মনে করেন যে, জাতীয় বুর্জোয়াদের একটা উন্নয়নশীল ভূমিকা আছে। কিন্তু কাস্ত্রো এর বিরোধিতা করে বলেন যে, এরা আমেরিকার ধনতন্ত্রের সঙ্গে এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, এদের কোন নিজস্ব উন্নয়নশীল ভূমিকা থাকা সম্ভব নয়। কাস্ত্রো সরাসরি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন। কাস্ত্রোর এই চিন্তাভাবনা ফ্রান্ককে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।

ECLA তত্ত্বে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, উন্নত অর্থনীতির সঙ্গে অনুন্নত অর্থনীতির বাণিজ্যিক সম্পর্ক সর্বদাই উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দ্বারা নির্ধারিত এবং এই সম্পর্ক উন্নত দেশগুলির স্বপক্ষে এবং অনুন্নত দেশগুলির বিপক্ষে পরিচালিত। ফ্রান্ক ECLA-এর এই কেন্দ্রীয় বক্তব্যকে গ্রহণ করেন।

ফ্রাঙ্কের তত্ত্বের কেন্দ্রীয় বিষয় হল, বিশ্ব পুঁজিবাদ অনুন্নত দেশ গুলির অনুন্নয়নের জন্য দায়ী। তাঁর কাছে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল সমর্থক বিষয়, যা শুরু হয়েছিল ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সাথে সাথে। বর্তমানে উপনিবেশিকতাবাদের পতন ঘটলেও পুঁজিবাদ আজও অনুন্নয়নের কারণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে সারা বিশ্বে দুই ধরনের দেশ দেখতে পাওয়া যায়। ধনতান্ত্রিক উন্নত মেট্রোপলিটন রাষ্ট্র এবং অনুন্নত প্রান্তিক রাষ্ট্র।

ফ্রাঙ্ক দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করেন যে, বিশ্ব-পুঁজিবাদের মধ্যে থেকে কোন দেশের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি জাপানের উন্নতির সম্পর্কে বলেন যে, পুঁজিবাদের প্রবেশের আগেই

জাপান উন্নত হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে থেকে। যদিও বিশ্ব পুঁজিবাদ এর ভিতরেও ঔপনিবেশিকতার অধীনে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উন্নতি ঘটেছে। তবে এই সমস্ত দেশের উন্নয়নের পিছনে রয়েছে অত্যাচারের ইতিহাস। অনুপ্রবেশকারীরা দেশীয় জনগণকে বিলুপ্ত করে তাদের পুঁজির দ্বারা আমেরিকা ও অন্যান্য দেশগুলিকে উন্নত করেছেন। ফ্রাঙ্ক মনে করেন, বিশ্ব পুঁজিবাদের একটা ক্রমোচ্চশীল কাঠামো আছে যার শীর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে প্রান্তিক রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় যে মডেল ফ্রান্স গঠন করেছেন তা, 'মেট্রোপলিটন স্যাটেলাইট' মডেল নামে পরিচিত।

ফ্রাঙ্ক বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি উদঘাটন করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশ্ব-পুঁজিবাদ থেকে প্রান্তিক দেশগুলিকে বাইরে নিয়ে আসা।